ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 036 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৬ ● কলকাতা ● ২৪ মাঘ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বাংলায় এবার এক দফায় ভোট?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার ভোট নিয়েও বৈষম্য দেখে তৃণমূল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও অভিযোগ তুলেছিলেন অন্য রাজ্যে কয়েক দফায় ভোট মিটে গেলেও, বাংলার ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু এবার সেই অভিযোগ তোলার জায়গা যেন রাখতে চায় না সিইও দফতর। বাংলায় এক দফাতেই ভোট করাতে প্রস্তুত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।বাংলায় 'ওয়ান ডে' ম্যাচ হলে শাসকশিবির কি তা সামাল দিতে পারবে? উত্তরে তিনি বলেন, 'যারা ভাল খেলে, তাঁরা সব পিচেই সেঞ্চুরি হাঁকান। আমরা মানুষকে নিয়ে চিন্তিত, কত দফায় ভোট হচ্ছে তা নিয়ে নয়।' অন্যদিকে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের মতে, 'এই গোটা সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। ওনারা যত দফাই নির্ধারণ করবেন, আমরা তার জন্য তৈরি রয়েছি।'সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশন পরামর্শ চাইলে বাংলার বিধানসভা ভোট এক দফায় করার কথা বলতে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 195

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এটাও ঠিক মনে হয় না। কারণ শরীরের দরকারই যদি আত্মার না হত তাহলে ঐ আত্মা শরীরকে ধারণই কেন করত? আত্মাও শরীরের মহত্ব বুঝেছে আর সেইজন্য আত্মা শরীর ধারণ করেছে। আর অনেক আত্মা উপযুক্ত শরীর না মেলার জন্য, অনুরূপ শরীর না মেলার জন্য আটকে পড়ে আছে, শরীরের জন্য প্রতীক্ষারত আছে।

ক্রমশঃ

জালদাপাড়ায় বনদপ্তরের বড় সাফল্য, খয়ের কাঠ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস,গ্রেফতার একাধিক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

জালদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন অরণ্যাঞ্চলে বনদপ্তরের তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য মিলল।পরিকল্পিত ও সাহসী অভিযানে একটি সুসংগঠিত আন্তঃরাজ্য খয়ের কাঠ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধভাবে কাটা খয়ের কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছয়জন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে,গত কয়েক দিন ধরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জালদাপাড়ার দক্ষিণ রেঞ্জের বনকর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছিলেন।সেই সূত্র ধরেই ৬ফেব্রুয়ারি ২০২৬ভোররাতে,আনুমানিক রাত ৩টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার পুটিমারি মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়।অভিযানে একটি বড় ক্যান্টার ট্রাক আটক করা হয়,যা মূল্যবান খয়ের কাঠের গুঁড়িতে বোঝাই ছিল।পাশাপাশি একটি মারুতি সুইফট ডিজায়ার গাড়িও আটক করা হয়।প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে,ওই গাড়িটি পাচারকৃত কাঠবাহী ট্রাকটিকে এসকর্ট করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।অভিযান চলাকালীন বিপুল পরিমাণ খয়ের কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে,যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে বনদপ্তরের প্রাথমিক ধারণা।উদ্ধার হওয়া কাঠ ও পাচারের কাজে ব্যবহৃত যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।ধৃতদের মধ্যে একাধিক রাজ্যের বাসিন্দা থাকায় স্পষ্ট হয়েছে,এই চক্রটি আসাম,পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হিমাচল প্রদেশসহ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের মাধ্যমে পাচার চালিয়ে আসছিল।বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন,গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রটির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলেও জানা গেছে।

জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ, নজরদারি শুরু বন দফতরের, এলাকায় আতঙ্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঝড়খালি: সুন্দরবনের ঝড়খালির লোকালয়ের জঙ্গলে ফের দেখা মিলল বাঘের পায়ের ছাপ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বন দফতরের কর্মীরা। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তদন্ত করা হচ্ছে, জঙ্গলে বাঘ রয়েছে কিনা। এমনটাই জানায় বন দফতর।অনেক সময় বাঘ খাবারের সন্ধানে নদী পেরিয়ে ঝড়খালির লোকালয়ে এসে ছাগল- হাঁস- মুরগি শিকার করে। কখনো আবার বাঘের অতর্কিতে আক্রমণে আহত হন গ্রামবাসীরা। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সেখানে বাঘের অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁকে ধরতে খাঁচা পাতা হবে। নেট লাগানো হবে লোকালয় এলাকার চারপাশে। শুরু হবে সর্তকতা মূলক প্রচার। বাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত রাতের দিকে গ্রামবাসীরা সতর্ক থাকবে আপাতত বেশ কয়েকদিন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ ধান জমির মধ্যে থেকে হেঁটে যাওয়ার সময় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। এরপরই চারদিকে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বন দফতর ও ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশকে।

এরপর ৬ পাতায়

ঘরে ঘরে' বাজেট পৌঁছে দিতে সব জেলায় সাংবাদিক বৈঠক তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভোটের আগে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তুলে ধরার কৌশলে নেমে পড়ল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস । বাজেট ঘোষণার পরের দিনই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একযোগে সাংবাদিক বৈঠক করেছে তৃণমূল। লক্ষ্য একটাই - বাজেটে ঘোষিত ভাতা বৃদ্ধি, নতুন প্রকল্প এবং সরকারি কর্মীদের স্বস্তির বার্তা দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।এই সব ঘোষণাকেই ভোটের আগে নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে তৃণমূল। তাই বাজেট পেশের পরদিন থেকেই রাজ্যজুড়ে সংগঠিত প্রচারে জোর দেওয়া হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী বাজেটকে ঘিরে এই ধারাবাহিক প্রচার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের কৌশলগত প্রস্তুতিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত।দলীয় সূত্রের দাবি, এই প্রচার পরিকল্পনা ছিল আগে থেকেই তৈরি। সেই অনুযায়ী জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সাংসদ, বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ জেলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বৈঠকগুলিতে জটিল বাজেটের পরিসংখ্যান নয়, বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোন ঘোষণার কী প্রভাব পড়বে, সেটাই সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, অন্তর্বর্তী বাজেটকে কেন্দ্র করে এই সমন্বিত প্রচার স্পষ্টতই ভোটমুখী কৌশলের

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাংলায় এবার এক দফায় ভোট?

রাজি মনোজ আগরওয়ালের দফতর। একেবারে এক দফাতেই নির্বাচন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সিইও দফতর যে প্রস্তুত সেও উল্লেখ করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তবে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেই। বাংলার নির্বাচন এবং অসহিষ্ণুতা যেন একে অপরের পরিপূরক। প্রতিবার ভোট আসে, সঙ্গে আসে হিংসার খবর, দেখা যায় হানাহানি, হয় বোমাবাজি। এক দফায় ভোট হলে সেই অশান্তি বা হিংসার সুযোগ কম থাকবে বলেই মনে করছেন একাংশ। তবে সেক্ষেত্রে একটি সমস্যার জায়গা থেকেই যাচ্ছে, তা হল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। কারণ, চলতি বছরে বাংলা ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় এক দফায় ভোট করানো হলে স্বরাষ্ট্র দফতর কি সেই বাহিনীর চাহিদা মেটাতে পারবে? প্রশ্ন থাকছে সেই নিয়েও। এদিন এক দফা ভোট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষকে।

(২ পাতার পর)

ঘরে ঘরে' বাজেট পৌঁছে দিতে সব জেলায় সাংবাদিক বৈঠক তৃণমূলের

অংশ।

এবারের বাজেটে একাধিক জনকল্যাণমূলক ঘোষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে উপভোক্তাদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সেই তালিকার শীর্ষে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক পারিশ্রমিক ১,০০০ টাকা বাড়ানোর পাশাপাশি একই হারে ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের ক্ষেত্রেও।

যুবসমাজকে লক্ষ্য করে নতুন প্রকল্পও ঘোষণা করেছে সরকার। মাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতীদের জন্য 'বাংলার যুবসাথী' নামে নতুন ভাতা প্রকল্প চালুর কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষাবন্ধুদের ভাতাও মাসে ১,০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশের বেতন বৃদ্ধির জন্য বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথাও উল্লেখ করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের জন্যও বাজেটে বিশেষ স্বস্তির বার্তা রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হেল্থ স্কিমের আওতায় পেনশনভোগীরা ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা পান। নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে, চিকিৎসা খরচ এই সীমা ছাড়ালে অতিরিক্ত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশও ক্যাশলেস পরিষেবার আওতায় আসবে। একই সঙ্গে সপ্তম পে কমিশনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

পিছোবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চার জেলার একাধিক বিধানসভা এলাকায় বাড়ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার সময়সীমা! মালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর কলকাতা, কার্শিয়ং- এই চার জায়গায় কাজ অনেকটা বাকি! সেই কথা জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকরা। সেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনে।এদিকে, আবার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র যেমন কার্শিয়েং শুনানি ঢিমেতালে চলছে। সেখানে

শুনানিতে গতি আনতে আরও এইআরও নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কমিশনের শীর্ষকর্তাদের মতে, সময়মতো শুনানি শেষ না হলে সময়সীমা বাড়াতেই হবে। সেক্ষেত্রে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের জবাবের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন।

এক্স হ্যান্ডলে ধারাবাহিক পোস্টে শ্রী মোদী লিখেছেন, "আমার দেশ এখন তরুণ হয়ে উঠেছে। উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশের নিজের জন্যই এ এক অত্যন্ত ভালো সুযোগ"।

"এখন আত্মবিশ্বাসী ভারত বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইউরোপীয় সংঘ এবং আমেরিকার সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যিক চুক্তি এর জ্বলন্ত উদাহরণ"।

"আপনারা কতদিন আর পৃথিবীকে প্রতারণা করবেন? যখন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখবেন, তখন কি আপনারা আর সত্যকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন"?

"কংগ্রেস এবং ইউপিএ – এর শাসনকালে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পতনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে এনপিএ পর্বত সমান হয়ে ওঠে। আমরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি"।

"কংগ্রেস কেবল কল্পনা করেছিল এবং তা ফেলে গিয়েছিল, আমরাই কার্যকর করেছি"।

"আমি এই বিশ্বাস তৈরি করেছি যে, যত বড়ই সমস্যা হোক না কেন, আমার হাতে ১৪ বিলিয়ন সমাধান রয়েছে"।

"কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি, মহিলা, আদিবাসী ও সংবিধানের কার্যালয়কে গুরুতরভাবে অপমান করেছে। তাদের মনোভাবের জন্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে লোকসভায় আলোচনা করা যায়নি"।

"কংগ্রেস ও তার বন্ধু দলগুলি মোদীর কবর খননের স্বপ্ন বুনছে...."

"ভারত বর্তমানে কোনও বাস মিস করবে না, বরং সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে"।

সম্পাদকীয়

বার্ধক্য ভাতার অঙ্কও বাড়িয়ে কত করা হচ্ছে?

গতকাল রাজ্য বাজেট পেশ হয়েছে বিধানসভায়। সেখানে নানা সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও বার্ধক্য ভাতা নিয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তা নিয়ে প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে একটা আলোচনা শুরু হয়। অনেকে মনে করেছিলেন, বার্ধক্য ভাতা একই থাকবে। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অঙ্ক বাড়ল।এছাড়া কর্মক্ষম বয়সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তার পরে বার্ধক্য ভাতা, একটার সঙ্গে অপরটার সেতুবন্ধন তৈরি করে দিল। একইসঙ্গে রাজ্য সরকার বুঝিয়ে দিল বয়স বদলালেও সহায়তার হাত সরবে না। সবসময় থাকবে সামাজিক দায়বদ্ধতা। এবারের রাজ্য বাজেটে সর্বস্তরের মানুষের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জনমোহিনী বাজেট হয়েছে সেটা এই সিদ্ধান্ত আর একবার প্রমাণ করল। এখনকার বাস্তবতায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৃদ্ধির পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতার অঙ্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন প্রবীণ নাগরিকরা। সুতরাং এক প্রকল্পকে শক্ত করতে গিয়ে অপরটাকে দুর্বল করার পথে হাঁটল না রাজ্য সরকার।বার্ধক্য ভাতা কি বাড়বে? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে রাজ্যজুড়ে। ৬০ বছর পর্যন্ত যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন তাঁরা বয়স পেরিয়ে গেলে একই সুবিধা পাবেন? নবান্ন এবার এইসব প্রশ্নের উত্তরের সপক্ষে ইঙ্গিত দিয়েছে। বরং বার্ধক্য ভাতার অঙ্কও বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে। তাতে মাসিক অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১৫০০ টাকা। এবার যুবসাথী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাতেও বেকাররা ১৫০০ টাকা মাসে পাবেন। আশা কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ অনেকেরই বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্যও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা এবং সপ্তম বেতন কমিশন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিপুল আর্থিক চাপের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা বাড়বে না বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সমাজের সবচেয়ে অসহায় অংশের ভরসার জায়গা রাখলেন বলেই সূত্রের খবর।

অন্যদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দিতে চাইছে। এত দিন যে ভাতা ১,০০০ টাকায় সীমাবদ্ধ ছিল সেটা বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত যে টাকা মিলছে, বার্ধক্যে পৌঁছনোর পরেও সেই আর্থিক নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এই খবর চাউর হতেই প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করতে শুরু করেছেন।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশ পর্ব)

ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন। ছেলেবেলায় পুতুলখেলার সময় লক্ষ্মী ও কালীর মূর্তি গড়ে খেলাচ্ছলে পূজা করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর বিবিধ দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা হত। স্বয়ং ভগবান যে তার কপালে ঈশ্বর রূপ রেখা রেখে গেছে, সে কারণেই, তিন বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে এক গানের আসরে প্রথম দেখা রামকৃষ্ণের। নবীন গায়ক দলের দিকে সারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি কাকে বিয়ে করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

পিছোবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন?

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশ অসম্ভব।সূত্রের খবর, জায়গাগুলিতে বাড়তে চলেছে শুনানির সময়সীমা। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, শুনানির নোটিস পাওয়ার পর রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ভোটার শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। তাঁদের নাম বাদ যাবে বলেই প্রাথমিক অনুমান। আগে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। তার সঙ্গে এই ৫ লক্ষ যোগ করলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৬৩ লক্ষে। এর সঙ্গে আরও নাম বাদ যেতে পারে বলে জল্পনা। তথ্যে অসঙ্গতি ও আনম্যাপড মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ জনকে শুনানিতে ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকলের কাছে শুনানির নোটিস পৌঁছলেও ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩০ লক্ষের কাছাকাছি শুনানি শেষ হয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্যই বলছে, এখনও প্রায় ২২ লক্ষ শুনানি বাকি রয়েছে। আবার এর মধ্যে ৮০ লক্ষের তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় ৭২ লক্ষের তথ্য যাচাই বাকি। অথচ হাতে মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তার মধ্যে শুনানি শেষ করতে হবে। এই কাজ শেষ করা কার্যত অসম্ভব।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অগ্নি শিখার ন্যায় উর্ধ্বে উত্থিত কেশরাজির উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর উত্তরীয় মার্জারচর্মে নির্মিত। শৃঙ্খলা এই দেবীর পরিচয় চিহ্ন। বজ্রগান্ধারী।। বজ্রগান্ধারী কৃষ্ণবর্ণা, ষণ্মুখা, দ্বাদশভুজা, ভয়ঙ্কর দর্শনা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলায় গড়ে উঠছে ১০ তলা ক্যানসার হাব, ১০০ কোটির বেশি প্রকল্পে মিলবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মারণ রোগ ক্যানসার। এই নিয়ে মানুষজন চিন্তাও করেন। আবার এই রোগে আক্রান্ত হলে খরচের কথা ভেবে হাপিত্যেশও করেন। এবার সেই চিন্তা থেকে মুক্তি মিলতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উদ্যোগে বাংলাতেই এবার অত্যাধুনিক ক্যানসার হাব গড়ে উঠতে চলেছে। সুতরাং ক্যানসার রোগীদের আর ভিনরাজ্যে যেতে হবে না চিকিৎসার জন্য।এছাড়া ক্যানসারের আধুনিক যন্ত্রপাতিতেই রাজ্যের খরচ প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। দুটি লাইন্যাকের দামই সাড়ে ২৬ কোটি টাকা করে। সিটি সিম্যুলেটরের দাম প্রায় সওয়া ৬ কোটি, ব্র্যাকিথেরাপির সওয়া ৪ কোটি। সিভিল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ মিলিয়ে আরও ১৮-২০ কোটি খরচ হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রকল্পের খরচ ছুঁয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। নয়া ক্যানসার হাবে থাকছে অঙ্কো প্যাথোলজি বিভাগ। বায়োপসি, এফএনএসি, হিস্টোপ্যাথলজি, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, টিউমার মার্কার টেস্ট হবে এই ক্যানসার হাবে। তবে প্যাথোলজিতে ডিএম কোর্স চালু করা হবে। একইসঙ্গে থাকছে প্যালিয়েটিভ কেয়ার।আগামী এপ্রিল মাস থেকেই চালু হচ্ছে সরকারি পরিকাঠামোয় বাংলার নতুন ১০ তলা ক্যানসার হাব। এই কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন চিকিৎসকরা। এই ক্যানসার হাবে রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একদিনেই বাড়ি ফিরতে পারবেন। খুব প্রয়োজন ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি থাকার প্রয়োজন হবে না বলে খবর।

এদিকে আউটডোর ভিত্তিক পরিষেবা যেমন থাকবে তেমন থাকবে ইনডোর বা আইপিডি পরিষেবাও। এখানে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। ক্যানসার হাব ভবনের প্রথম দুটি তলায় আউটডোর ও রেডিওথেরাপি পরিষেবা শুরু হবে। বাকি আট তলায় নানা চিকিৎসা পরিষেবা, ভর্তি থাকা থেকে শুরু করে ইনডোর, ডে কেয়ার, কেমোথেরাপির পুরো ইউনিট থাকবে। একই ছাতার তলায় অঙ্গভিত্তিক পৃথক আউটডোর, ফুসফুস ক্যানসার, হেড অ্যান্ড নেক, সার্ভাইক্যাল, মাসকিউলোস্কেলিটাল-সব ক্ষেত্রেই থাকছে পৃথক পৃথক ওপিডি। ক্যানসার চিকিৎসায় উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে বলে স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে নয়া ক্যানসার হাবের চেয়ারম্যান ডা. অলোক ঘোষ দস্তিদার জানান, এই ক্যানসার হাবের ওপিডি চালু হচ্ছে এপ্রিল মাস থেকে। প্রায় ১০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব ভারতে এই প্রথম কোনও সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বসছে অত্যাধুনিক ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন। এই পদ্ধতিতে ক্যানসার টিউমারের একদম কাছে রেডিয়েশন দিয়ে ক্যানসার কোষ ধ্বংস করা হয়। রেডিওথেরাপিরও সমস্ত মেশিন ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। আর এসএসকেএম হাসপাতালের বিপরীতে জিপ্লাস নাইন এই ক্যানসার হাবে থাকছে উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই বিষয়ে ডা. অলোক ঘোষ দস্তিদার জানান, একই ছাদের তলায় অত্যাধুনিক রেডিওথেরাপি, উচ্চতর কেমোথেরাপি, এক্সপার্ট মেডিক্যাল অঙ্কোলজি বাংলায় এই প্রথম।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় আজ জবাবি ভাষণ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রস্তাবের সপক্ষে নিজের মতামত ব্যক্ত করা তাঁর কাছে সৌভাগ্যের। তিনি বলেন, দেশ গত বছর উন্নতির পথে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে গেছে। সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা গেছে, সঠিক লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে চলেছে। শ্রী মোদী বলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে এই অগ্রগতিকে স্বচ্ছতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি বিস্তারিতভাবে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গ্রাম, কৃষক কৃষি নানা বিষয় তুলে ধরেছেন। ভারতের যুব সম্প্রদায়ের সক্ষমতার সঙ্গে এগিয়ে চলার কথা তুলে ধরেছেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে গভীর আস্থার সঙ্গে এগিয়ে চলা সকলের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছর শেষ হয়েছে। গত শতাব্দীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ২৫ বছর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঠিক তেমনি উন্নত ভারত গড়ে তোলার পথে একবিংশ শতাব্দীর সদ্য শুরু হওয়া ২৫ বছরও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, প্রত্যেক নাগরিক সম্যক অনুভব করতে পারছেন ভারত এখন গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে। এখান থেকে ফেরার আর কোনও পথ নেই, লক্ষ্য অর্জনে দ্রুততার সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরেই বিশ্রামের অবকাশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের পরিস্থিতি এখন অনুকূল। বিশেষত ধনী দেশগুলি যেখানে ক্রমশ বয়স্ক হয়ে উঠছে, ভারত সেখানে উত্তরোত্তর তারুণ্যের শক্তিতে ভর করে উন্নতির নতুন লক্ষ্যসীমা স্পর্শ করছে। ক্রমবর্ধমান যুব জনসংখ্যা এই অগ্রগতির পথ পথ রচনা করছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, ভারতের প্রতি বিশ্বের আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের মেধা শক্তিকে তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই তরুণ শক্তির স্বপ্ন, সংকল্প, দেশের সামর্থ্যের এক আশীর্বাদস্বরূপ।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত এখন এক আশার আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানসূত্র যোগাচ্ছে। ভারতের অর্থনীতিতে উচ্চ বিকাশ এবং নিম্ন মুদ্রাস্ফীতি স্থিতিশীলতাকে তুলে ধরছে। তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার যখন ক্ষমতায় এলো তখন ভারত 'ভঙ্গুর পাঁচ' অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে গণ্য হত। স্বাধীনতার পর যে দেশ ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিগণিত হত, তা একাদশ স্থানে নেমে গেছিল। কিন্তু ভারত আজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রী মোদী বলেন, বিজ্ঞান, মহাকাশ, ক্রীড়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের প্রবল আস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোভিড অতিমারী পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন বিশ্ব শৃঙ্খল দেখা দিয়েছে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে বিশ্ব এখন ভারতের দিকে ঝুঁকছে। ভারত এখন বিশ্বের নানান দেশের বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে উঠেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণী বিশ্বের এক শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠেছে ভারত। প্রধান দেশগুলির সঙ্গে ভবিষ্যৎ বান্ধব চুক্তিতে দেশ অগ্রসর হয়েছে। তিনি বলেন, অতি সম্প্রতি ৯টি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। ২৭টি দেশকে নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তিকে তিনি সব চুক্তির সেরা আখ্যা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অতীতের সরকারগুলির সমালোচনা করে বলেন, দেশের এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যেখানে কোনও দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে আগ্রহী ছিল না। বর্তমানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

তিনি তাঁর গুজরাটের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, ভাইব্র্যান্ড গুজরাট শিখর সম্মেলনে জাপান ভারতের সহযোগী দেশ ছিল। ভারত আজ জাপানের অনুরূপ সামর্থ সম্পন্ন দেশ হয়ে উঠেছে বলে তিনি জানান। এটা সম্ভব যখন দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, নাগরিকদের মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে এক দৃঢ় পরিমণ্ডল রচিত হয়। ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিরোধীরা ক্ষমতায় থেকে এইসব অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে অবহেলা করছে। বিরোধী সরকারগুলির দৃষ্টিশক্তির অভাব, সদিচ্ছা এবং আদর্শের অভাবে রাষ্ট্র ক্ষতির শিকার হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তাঁরা তাঁকে দেশ সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন, তাতে তিনি বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তিকে নতুন করে গড়ে তুলছেন। নীতি নির্ভর সংস্কার এবং রূপান্তর মন্ত্রে দেশ এগিয়ে চলেছে। দেশ এখন রিফর্ম এক্সপ্রেস সওয়ার বলে জানান তিনি। দেশের নির্মাণ ক্ষেত্র, উদ্যোগ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংস্কারমূলক নীতি নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে মূল্য সংযোজন নিশ্চিত হচ্ছে এবং ভারত এখন বিশ্ব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ তৈরি।

বৈশ্বিক সিইও ফোরাম ভারতীয় উদ্যোগপতিদের এখন সমতার চোখে দেখে জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা বিশ্ব ক্ষেত্রে অনুরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন। ভারতের এমএসএমই ক্ষেত্রকে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক শক্তি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিমানের

ক্রমশঃ

(২ পাতার পর)

জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ, নজরদারি শুরু বন দফতরের, এলাকায় আতঙ্ক

ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় কোস্টাল থানার পুলিশ। এদিকে লোকালয়ে ফের বাঘ ঢুকে পড়েছে এই আশঙ্কায় চরম আতঙ্কে রয়েছেন ওই এলাকার গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বাঘের গতিবিধি বুঝতে বন দফতরের কর্মীরা এলাকায় পর্যবেক্ষণ করছেন। গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বন দফতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায়শই নদী পেরিয়ে সুন্দরবন লাভওয়া ঝড়খালির লোকাল হয়ে ঢুকে পড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। পরবর্তীকালে বন দফতর খাঁচা পেতে সেই বাঘ বন্দী করে ফেরত পাঠায় জঙ্গলে। প্রায় সারা বছরই বাঘের সঙ্গে ঝড়খালির গ্রামবাসীদের এই লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

সিনেমার খবর

সিনেমার গানে ইতি টানছেন অরিজিৎ সিং, জানালেন সিদ্ধান্তের কারণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় সংগীতজগতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অরিজিৎ সিং ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আর সিনেমার জন্য প্লেব্যাক গান গাইবেন না। মঙ্গলবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান 'তুম হি হো'খ্যাত এই শিল্পী।

পোস্টে অরিজিৎ লেখেন, দীর্ঘদিন ধরে শ্রোতাদের যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে জানিয়ে দেন, প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে আর নতুন কোনো কাজ হাতে নেবেন না। তার ভাষায়, এটি ছিল একটি অসাধারণ ও স্মরণীয় যাত্রা, যা এখানেই শেষ করতে চান তিনি।

এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হন ভক্তরা। কেন হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত এই প্রশ্নের জবাব দিতে পরে মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন অরিজিৎ।

তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। বরং দীর্ঘদিন ধরে নানা বিষয় নিয়ে ভাবনার ফল হিসেবেই এই জায়গায় পৌঁছেছেন তিনি। অরিজিতের ভাষায়, 'আমি খুব দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। হয়তো সে কারণেই আমার গানগুলোতে প্রায়ই পরিবর্তন আনি, লাইভ পারফরম্যান্সে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করি।'

নিজের মানসিক ক্লান্তির কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন এই শিল্পী। অরিজিৎ বলেন, ভালোভাবে এগিয়ে যেতে হলে তাকে নতুন ধরনের সংগীত অনুসন্ধান করতে হবে। তাই স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করার দিকেই এখন মনোযোগ দিতে চান তিনি।

তবে সংগীতকে একেবারে বিদায় জানাচ্ছেন না অরিজিৎ। তার হাতে থাকা কিছু কাজ শেষ করবেন এবং চলতি বছরেও শ্রোতারা তার কণ্ঠে নতুন গান পেতে পারেন বলে জানান তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে একজন শিক্ষার্থী শিল্পী হিসেবে আরও শিখতে এবং নতুনভাবে গান তৈরির ইচ্ছার কথাও তুলে ধরেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে জন্ম নেওয়া অরিজিৎ সিং মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী সংগীতশিল্পী হিসেবে। ২০০৫ সালে একটি রিয়েলিটি শোর মাধ্যমে তার সংগীতযাত্রা শুরু হয়। পরে দীর্ঘ সময় কাজ করেন শংকর-এহসান-লয় ও প্রীতমের সহকারী হিসেবে।

২০১১ সালে 'মার্ডার টু' সিনেমার 'ফির মহব্বত' গান দিয়ে প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। তবে ২০১৩ সালে 'আশিকি টু'-এর 'তুম হি হো' গানই তাকে এনে দেয় আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা।

'দীপিকা' চমক নিয়ে আসছেন অ্যাটলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোনকে নিয়ে নতুন ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণী চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যাটলি। তার আসন্ন প্রজেক্টে থাকছেন এই বলিউড নায়িকা। অ্যাটলির আগামী প্রজেক্টের সাময়িক নাম দেয়া হয়েছে এএ২২xএ৬।

এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন অ্যাটলি ও আল্লু অর্জুন। অন্যদিকে জওয়ানের পর এটিই হবে দীপিকার সঙ্গে অ্যাটলির দ্বিতীয় সিনেমা।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই সিনেমাটি নিয়ে আলোচনার তুঙ্গে। যদিও এখনও সিনেমার কাহিনী ও চরিত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবু ভারতীয় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে এই প্রজেক্টকে অ্যাটলির ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় কাজ বলে ধরা হচ্ছে।

ভিজ্যুয়ালের বিস্তৃতি, তারকার উপস্থিতি মিলিয়ে কাজে নামার আগেই অ্যাটলির দিকে চোখ পড়েছে সিনেমাপ্রেমীদের।

দীপিকার সঙ্গে আবার কাজ করা প্রসঙ্গে অ্যাটলি বলেছেন, হ্যাঁ, ও (দীপিকা) আমার লাকি চার্ম। দীপিকার সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় ছবি। ওর সঙ্গে কাজ করা দারুণ অভিজ্ঞতা। ও সত্যিই অবিশ্বাস্য।

উল্লেখ্য, এএ২২xএ৬ হতে চলেছে মা হওয়ার পর দীপিকা পাডুকোনের প্রথম সিনেমা। অ্যাটলি বলেছেন, মাতৃত্বের পর ও এই সিনেমাটা শুরু করছে। দর্শক এবার একেবারে আলাদা দীপিকাকে দেখবে, এটা আমি নিশ্চিত।

৩৬ বছর আগে মুখোমুখি হয়েছিলেন অক্ষয়-ঐশ্বরিয়া, কোন সিনেমার জন্য জানেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা অক্ষয় খান্না ১৯৯৯ সালে বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল 'তাল' সিনেমা। যে সিনেমায় অভিনেতার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। কিন্তু ঠিক তার আগের বছর ১৯৯৮ সালে অন্য একটি সিনেমার জন্য একসঙ্গে হয়েছিলেন এ তারকা জুটি।

১৯৯৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল অক্ষয় খান্না ও দক্ষিণী অভিনেত্রী জ্যোতিকা অভিনীত সিনেমা 'ডোলি সাজা কে রাখনা'। এ সিনেমায় অক্ষয় ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন অমরেশ পুরি, অরুনা ইরানি, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকেই।

এ সিনেমার প্রিমিয়ারের দিন একসঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অক্ষয় খান্না। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এ সিনেমার প্রিমিয়ারের সেই ছোট্ট ভিডিও এ মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। লেহরেন ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সিনেমার কাস্ট এবং অন্য সেলিব্রেটিরা উপস্থিত হয়েছেন সিনেমার প্রিমিয়ারের জন্য।

সেই সময় তারকারা সরাসরি সিনেমা হলে এসে টিকিট কেটে ভেন্যুতে প্রবেশ করতেন। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, জ্যোতিকাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অক্ষয় খান্নাও। প্রত্যেক তারকা একে অপরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠেছিলেন। আজ থেকে ৩৬ বছর আগেকার সেই পুরোনো ভিডিও নিঃসন্দেহে একটি নস্টালজিক মুহূর্ত তৈরি করেছে সবার মনে।

উল্লেখ্য, অভিনেতা অক্ষয় খান্নার ২০২৫ সালের সব থেকে বড় ব্লকবাস্টার সিনেমা 'ধুরন্ধর' মুক্তি পেয়েছে। এ সিনেমায় তাকে একদম অন্যরকমভাবে দেখতে পেয়েছেন দর্শকরা। এ সিনেমার হাত ধরে যেন আরও একবার রাতারাতি সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না। চলতি বছরের মার্চ মাসে মুক্তি পাবে এ সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব, যেখানে বেশ কিছু দৃশ্যে আবার অভিনয় করতে দেখা যাবে অক্ষয় খান্নাকে।

কোচিংয়ে নাম লেখালেন স্টোকস-মঈন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ড লায়ন্সের কোচিং স্টাফে যুক্ত হতে আগামী মাসে আবুধাবিতে যাচ্ছেন বেন স্টোকস ও মঈন আলী। পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজে তারা লায়ন্সের প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ফ্লিন্টফের সঙ্গে কাজ করবেন।

এই সফরে ইংল্যান্ড লায়ন্স পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলবে। তিন বছর পর লায়ন্স দলের কর্মসূচিতে প্রতিযোগিতামূলক সাদা বলের ক্রিকেট ফিরছে এই সিরিজের মাধ্যমে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড মূলত কাউন্টি ক্রিকেট, শীতকালীন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ও অনূর্ধ্ব-১৯ কর্মসূচির মাধ্যমে সাদা বলের ক্রিকেটার তৈরি করে আসছিল। এবার সেই কাঠামোয় পরিবর্তন আনছে তারা। লায়ন্সের টি-টোয়েন্টি দল সর্বশেষ মাঠে নেমেছিল ২০১৮ সালের শেষ দিকে এবং ৫০ ওভারের দল

সর্বশেষ ২০২৩ সালের শ্রীলঙ্কা সফরে খেলেছিল।

ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস এই সফরে যুক্ত হচ্ছেন নিজের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। চলতি মাসে সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে বোলিং করার সময় কুঁচকির চোট পান তিনি। এর আগে গত গ্রীষ্মে 'দ্য হান্ড্রেড' টুর্নামেন্টে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সে ফ্লিন্টফের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন স্টোকস। আবুধাবিতেও তিনি একই ভূমিকায় থাকবেন।

অন্যদিকে সাবেক অলরাউন্ডার মঈন আলীও এই সফরের মাধ্যমে কোচিং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। ফ্লিন্টফের কোচিং স্টাফে আরও রয়েছেন নিল ম্যাকেঞ্জি, সারাহ টেলর, নিল কিলিন, আমর রশিদ ও ট্রয় কুলি।

পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডের নেতৃত্ব দেবেন জর্ডান কক্স। হাঁটুর অস্ত্রোপচার থেকে ফেরা সাকিব মাহমুদ দলে ফিরেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালে ইনজুরির কারণে কোনো খেলোয়াড় ছিটকে পড়লে এই দুজনকে সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন ড্যান মাউসলি। দলে রয়েছেন সোমারসেটের উইকেটকিপার জেমস রিউ ও পেসার ম্যাথিউ পটস।

ইংল্যান্ড লায়ন্স স্কোয়াড

টি-টোয়েন্টি: সনি বেকার, লুক বেনকেনস্টাইন, জেমস কোলস, স্যাম কুক, জর্ডান কক্স (অধিনায়ক), স্কট কারি, ক্যালভিন হ্যারিসন, এডি জ্যাক, সাকিব মাহমুদ, বেন ম্যাককিনি, টম মুরস, ড্যান মাউসলি, ম্যাট রিভিস, উইল স্মিড, নাথান সাউটার, মিচেল স্ট্যানলি, আসা ট্রাইব।

ওয়ানডে: সনি বেকার, লুক বেনকেনস্টাইন, জেমস কোলস, স্যাম কুক, জর্ডান কক্স, স্কট কারি, ক্যালভিন হ্যারিসন, এডি জ্যাক, বেন ম্যাককিনি, ড্যান মাউসলি (অধিনায়ক), লিয়াম প্যাটারসন-হোয়াইট, ম্যাথিউ পটস, ম্যাট রিভিস, জেমস রিউ, মিচেল স্ট্যানলি, আসা ট্রাইব, জেমস হোয়ার্টন।

৩৬৩ কোটি টাকার স্বপ্নের 'রিটায়ার্ড হোম' প্রস্তুত রোনালদোর, কী আছে এতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চল্লিশের কাছাকাছি বয়সেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো মাঠে থামার কোনো ইঙ্গিত দেননি। অবসর কবে নেবেন, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে ফুটবল ছাড়ার পর যে জায়গাটিকে নিজের ঠিকানা ভাবছেন, সেই রিটায়ার্ড হোমের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

পর্তুগালের কাসকাইস অঞ্চলে নির্মিত এই বিলাসবহুল ম্যানশনের মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৩৬৩ কোটি টাকারও বেশি।

সমুদ্রঘেঁষা এই বিশাল ম্যানশনটিকে ইতোমধ্যেই পর্তুগালের সবচেয়ে বড় ও দামী ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাড়ির সামনে চোখজুড়ানো আটলান্টিক মহাসাগরের দৃশ্য, ভেতরে রয়েছে অত্যাধুনিক স্পা, ব্যক্তিগত সিনেমা হল, দুটি সুইমিং পুল এবং প্রায় ২০টি গাড়ি রাখার মতো সুবিশাল গ্যারেজ।

২০২০ সালে শুরু হওয়া নির্মাণকাজ শেষ হতে লেগেছে প্রায় ছয় বছর। বর্তমানে বাড়ির চাবি আনুষ্ঠানিকভাবে রোনালদো ও তার সঙ্গী জর্জিনা রদ্রিগেজের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। তবে কবে তারা এখানে স্থায়ীভাবে উঠবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পর্তুগিজ ম্যাগাজিন সেমানার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাজারের সবচেয়ে দামি নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে ম্যানশনটি তৈরি করা হয়েছে। ইতালিয়ান মার্বেল পাথরের পাশাপাশি সোনার তৈরি পানির কলও রয়েছে বাড়িটিতে। আয়তনের দিক থেকেও এটি নজরকাড়া মহাসাগর থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত ১২ হাজার বর্গমিটারের প্লটে তৈরি এই বাড়ির বসবাসযোগ্য জায়গা প্রায় ৫ হাজার বর্গমিটার।

তবে এই স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে রয়েছে নানা গুঞ্জন। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ থাকায় নাকি রোনালদো ম্যানশনটি বিক্রির কথা ভাবছেন। যদিও পর্তুগিজ গণমাধ্যম ভি প্লাস ফামা জানিয়েছে, বিক্রির আগে এখানেই জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন সিআরসেভেন।

পরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে। ১৪তম আসর আগামী বছরের ২৩ মার্চ শুরু হবে। যা চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

স্থানীয় সময় ২৭ জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় ফেডারেশনের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় পাকিস্তান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন একই সময়ের মধ্যে সময়সূচীতে সমন্বয় করার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যা অপারেশনাল বা লজিস্টিক কারণে প্রয়োজনে এক সপ্তাহ পর্যন্ত নমনীয়তা সহকারে করা যেতে পারে।উজবেকিস্তানের রাজধানীতে এই সভাটি অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া (ওসিএ) এর ৪৬তম সাধারণ পরিষদের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় দক্ষিণ এশীয় অলিম্পিক পরিবার শেখ জোয়ান বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানিকে ওসিএ-র সভাপতি হিসেবে সফল ও সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করে থাকে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলো। আর দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে তীরন্দাজী, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, বেজবল, বাস্কেটবল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৮৪ সালে নেপালে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে শেষবার এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এরপর সাত বছর পেরিয়ে গেলেও অনুষ্ঠিত হয়নি এশিয়ান গেমস।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR